বেদান্ত-ডিণ্ডিমঃ ।

[শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য-প্রণীতঃ]

"অহোহস্মাকমলং মোহৈরাত্মা ব্রহ্মেতি নির্ভয়ম্ ।
শ্রুতিভেরীরবোহত্রাপি শ্রূয়তে শ্রুতিরঞ্জনঃ ॥"

শ্রীকালীমোহন বিদ্যাভূষণ ভট্টাচার্য্যেণ

সম্পাদিতঃ ।

কলিকাতা—৩০ সংখ্যক-গোপীমোহন দত্ত-লেনস্থিত,
সংস্কৃতবিদ্যালয়তঃ

শ্রীকালীনাথ ভট্টাচার্য্যেণ প্রকাশিতঃ ।

১৩১৯ বঙ্গাব্দে

প্রথমং সংস্করণম্ ।

মূল্যং—চতুরাণকম্—।০ আনা ।

9 APL 15

PRINTED BY
MANMATHA NATH GHOSE
AT THE
GHOSE PRESS :
38, Shib Narayan Dass's Lane Calcutta.

ভূমিকা।

ধর্ম্ম জগতের যে দিকেই দৃষ্টিপাত করি না কেন, দেখিতে পাই, এক মাত্র কর্ম্ম ও অকর্ম্ম লইয়াই যত কলহ। এ কলহ বহুকাল হইতেই চলিয়া আসিতেছে। একদিকে কর্ম্মবাদী যেমন কর্ম্মের প্রতিষ্ঠায় সচেষ্ট, অন্যদিকে তেমনই তাহা তর্কদ্বারা উড়াইয়া দেওয়াই তার্কিকের অভীষ্ট; ফলে এইরূপ নানা ধর্ম্মমতের ঘাতপ্রতিঘাতে নানা সম্প্রদায়ের আবির্ভাব। তন্মধ্যে কোন সম্প্রদায় একেবারেই কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়াছেন, কোন সম্প্রদায় শৌচ উপাসনাদি সংশ্লিষ্ট নিত্য কর্ম্মাদির সহিত সম্বন্ধ রাখিয়া অল্পে অল্পে নৈষ্কর্ম্মের দিকে অগ্রসর হইতেছেন, আবার কোন সম্প্রদায় কর্ম্মকেই একবারে বজ্র কঠোর মুষ্টিতে ধরিয়া আছেন। পূর্ব্বোক্ত কর্ম্ম পরিত্যাগিদলের মধ্যে চার্ব্বাক বৌদ্ধই সমধিক প্রসিদ্ধ। এই কর্ম্ম পরিত্যাগরূপ ধর্ম্মই সহজসাধ্য মনে করিয়া যৎকালে লোক সকল এই বৌদ্ধের দল বৃদ্ধি করিতে থাকে, তৎকালে সমাজের সমূহ ক্ষতির সম্ভাবনা দেখিয়া বেদান্তপারগ আচার্য্যপ্রবর শঙ্করাচার্য্য বৌদ্ধের সহিত ধর্ম্মযুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। আর "বেদান্ত-ডিণ্ডিম" রূপ ডমরুর ঘোররবে বৌদ্ধগণকে এই যুদ্ধে মোহিত করেন। আচার্য্যবর্য্য শঙ্কর ক্ষুদ্রবুদ্ধি লোকের সহজে বুঝিবার উপযোগী করিয়া বহু বেদান্ত গ্রন্থের প্রণয়ন করেন; তন্মধ্যে এই "বেদান্তডিণ্ডিম" এক উপাদেয় গ্রন্থ। এ গ্রন্থ এতদিন লোকলোচনের অগোচরে ছিল, আজকাল আমাদের দেশে যে শঙ্করাচার্য্যগ্রন্থাবলী প্রচলিত আছে, উহার মধ্যে কোনখানিতেই

9. APL 15.

PRINTED BY
MANMATHA NATH GHOSE
AT THE
GHOSE PRESS :
38, Shib Narayan Dass's Lane Calcutta.

ভূমিকা।

ধর্ম্ম জগতের যে দিকেই দৃষ্টিপাত করি না কেন, দেখিতে পাই, এক মাত্র কর্ম্ম ও অকর্ম্ম লইয়াই যত কলহ। এ কলহ বহুকাল হইতেই চলিয়া আসিতেছে। একদিকে কর্ম্মবাদী যেমন কর্ম্মের প্রতিষ্ঠায় সচেষ্ট, অন্যদিকে তেমনই তাহা তর্কদ্বারা উড়াইয়া দেওয়াই তার্কিকের অভীষ্ট; ফলে এইরূপ নানা ধর্ম্মমতের ঘাতপ্রতিঘাতে নানা সম্প্রদায়ের আবির্ভাব। তন্মধ্যে কোন সম্প্রদায় একেবারেই কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়াছেন, কোন সম্প্রদায় শৌচ উপাসনাদি সংশ্লিষ্ট নিত্য কর্ম্মাদির সহিত সম্বন্ধ রাখিয়া অল্পে অল্পে নৈষ্কর্ম্মের দিকে অগ্রসর হইতেছেন, আবার কোন সম্প্রদায় কর্ম্মকেই একবারে বজ্রকঠোর মুষ্টিতে ধরিয়া আছেন। প্রথমোক্ত কর্ম্ম পরিত্যাগিদলের মধ্যে চার্ব্বাক বৌদ্ধই সমধিক প্রসিদ্ধ। এই কর্ম্ম পরিত্যাগরূপ ধর্ম্মই সহজসাধ্য মনে করিয়া যৎকালে লোক সকল এই বৌদ্ধের দল বৃদ্ধি করিতে থাকে, তৎকালে সমাজের সমূহ ক্ষতির সম্ভাবনা দেখিয়া বেদান্তপরপারগ আচার্য্যপ্রবর শঙ্করাচার্য্য বৌদ্ধের সহিত ধর্ম্মযুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। আর "বেদান্ত-ডিণ্ডিম" রূপ ডমরুর ঘোররবে বৌদ্ধগণকে এই যুদ্ধে মোহিত করেন। আচার্য্যবর্য্য শঙ্কর ক্ষুদ্রবুদ্ধি লোকের সহজে বুঝিবার উপযোগী করিয়া বহু বেদান্ত গ্রন্থের প্রণয়ন করেন; তন্মধ্যে এই "বেদান্তডিণ্ডিম" এক উপাদেয় গ্রন্থ। এ গ্রন্থ এতদিন লোকলোচনের অগোচরে ছিল, আজকাল আমাদের দেশে যে শঙ্করাচার্য্যগ্রন্থাবলী প্রচলিত আছে, উহার মধ্যে কোনখানিতেই

এ 'ডাণ্ডম' প্রকাশিত হয় নাই। এই গ্রন্থখানি স্বল্পাবয়ব হইলেও বেদান্তশিক্ষার্থীর শিখিবার বিষয় ইহাতে বহুল পরিমাণেই বিদ্যমান। আমি বহু আয়াস স্বীকারে এই গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়া অনুবাদের সহিত প্রকাশিত করিলাম, এক্ষণে বেদান্তশিক্ষার্থী এ গ্রন্থ সাদরে গ্রহণ করিলেই আমার আয়াস সফল হইবে।

অবশেষে বিশেষভাবে বক্তব্য যে,—গ্রন্থ-সম্পাদনবিষয়ে ধান্যকানিবাসী পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত রোহিণীকান্ত সাংখ্যতীর্থ এবং গড়কাশীমপুরবাস্তব্য তত্রত্যভূস্বামিগুরু শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ কাব্য-ব্যাকরণ-সাংখ্যতীর্থ প্রভৃতি সুধীগণ সমধিক সাহায্য করিয়াছেন, এ উপকার চিরস্মরণীয়।

শক ১৮৩৪ }
মধুকৃষ্ণা ত্রয়োদশী। }

বিনীত—
শ্রীকালীমোহন দেবশর্ম্মা।

30 ... 1913

বেদান্ত-ডিণ্ডিমঃ ।

(শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য-প্রণীতঃ)

মঙ্গলাচরণম্ ।

বেদান্তডিণ্ডিমাস্তত্ত্বমেকমুদ্বোষয়ন্তি যৎ ।
আস্তাং পুরস্তাত্তত্তেজো দক্ষিণামূর্ত্তিসংজ্ঞিতম্ ॥ ক

আত্মানাত্মাপদার্থৌ দ্বৌ ভোক্তৃভোগ্যত্বলক্ষণৌ ।
ব্রহ্মৈবাত্মা ন দেহাদিরিতি বেদান্তডিণ্ডিমঃ ॥ ১ ॥

বেদান্ত ডিণ্ডিম যে একটী (অদ্বিতীয়) তত্ত্বের উদ্‌ঘোষণা করিতেছে, দক্ষিণামূর্ত্তি নামক সেই তেজ (আমার) অগ্রবর্ত্তী হউন । (ক)

ভোক্তা ও ভোগ্যরূপে, আত্মা এবং অনাত্মা এই দুইটী পদার্থ আছে ; তাহার মধ্যে আত্মাই ব্রহ্ম (কিন্তু) জড়দেহ প্রভৃতি ব্রহ্ম নয়, ইহাই বেদান্ত-সিদ্ধান্তরূপ বাদ্য দ্বারা উদ্‌ঘোষিত হইতেছে ।১।

জ্ঞানাজ্ঞানে পদার্থৌ দ্বাবাত্মনো বন্ধমুক্তিদৌ ।
জ্ঞানান্মুক্তির্নিবন্ধোঽন্যাদিতি বেদান্তডিণ্ডিমঃ ॥ ২ ॥

আত্মার মুক্তিদায়ক জ্ঞান ও বন্ধনকারক অজ্ঞানরূপ দুইটী পদার্থ আছে; তাহার মধ্যে জ্ঞান হইতেই মুক্তি হয়, এবং অজ্ঞান হইতেই (জীবের) বন্ধন হইয়া থাকে। ইহাই বেদান্ত সিদ্ধান্ত।২।

জ্ঞাতৃজ্ঞেয়পদার্থৌ দ্বৌ ভাস্যভাসকলক্ষণৌ।
জ্ঞাতা ব্রহ্ম জগজ্জ্ঞেয়মিতি বেদান্তডিণ্ডিমঃ॥ ৩॥

প্রকাশ্য (প্রকাশ করে যাহাকে যথা—ঘট, পট, গৃহ প্রভৃতি) প্রকাশক (প্রকাশ করে যে যথা—সূর্য্য, দীপ, ইত্যাদি) রূপ জ্ঞাতা (যে জানে) ও জ্ঞেয় (যাহাকে জানে) নামক দুইটী পদার্থ আছে; তাহার মধ্যে ব্রহ্মই জ্ঞাতা এবং এই জড় জগৎ জ্ঞেয়—ইহাই বেদান্তসিদ্ধান্ত।৩।

সুখদুঃখে পদার্থৌ দ্বৌ প্রিয়বিপ্রিয়কারকৌ।
সুখং ব্রহ্ম জগদ্দুঃখমিতি বেদান্তডিণ্ডিমঃ॥ ৪॥

প্রিয় এবং অপ্রিয়কারক সুখ ও দুঃখরূপ দুইটী পদার্থ আছে। তন্মধ্যে ব্রহ্মই সুখ এবং এই সংসারই দুঃখ (সর্ব্বদা দুঃখদায়ক) ইহাই বেদান্তের মত।৪।

সমষ্টিব্যষ্টিরূপৌ দ্বৌ পদার্থৌ সর্ব্বসম্মতৌ।
সমষ্টিরীশ্বরো ব্যষ্টির্জীবো বেদান্তডিণ্ডিমঃ॥ ৫॥

সমষ্টি (সকল পদার্থ ধরিয়া, যেরূপ বৃক্ষের শাখা, পত্র, কাণ্ড, নাল, প্রভৃতিকে নিয়া এক) ব্যষ্টি (এক একটী শাখা পত্র) রূপ সর্ব্ববাদিসম্মত দুইটী পদার্থ আছে; তন্মধ্যে সমষ্টিই ব্রহ্ম, এবং ব্যষ্টিই জীব, ইহাই বেদান্তসিদ্ধান্ত।৫।

জ্ঞানকর্ম্মপদার্থৌ দ্বৌ বস্তুকর্ত্রাত্মতন্ত্রকৌ।
জ্ঞানান্মুক্তির্ন কর্ম্মভ্য ইতি বেদান্তডিণ্ডিমঃ ॥ ৬ ॥

বস্তুর (ঘট, পট ও যাগ যজ্ঞের) এবং আত্মার (নিত্য-চৈতন্যময়ের) অধীন জ্ঞান (মুক্তির কারণ) কর্ম্ম (দুঃখবহুল সংসারের কারণ, সুতরাং দুঃখেরও কারণ) রূপ দুইটী পদার্থ আছে; তাহার মধ্যে জ্ঞান হইতেই মুক্তি হইয়া থাকে, কিন্তু কর্ম্ম হইতে হয় না (প্রত্যুত কর্ম্মফল হইতে সংসারই হইয়া থাকে)।৬।

শ্রোতব্যাশ্রাব্যরূপৌ দ্বৌ পদার্থৌ সুখদুঃখদৌ।
শ্রোতব্যং ব্রহ্ম নৈবান্যদিতি বেদান্তডিণ্ডিমঃ ॥ ৭ ॥

সুখ ও দুঃখদায়ক শ্রোতব্য (শুনার বিষয়) অশ্রাব্য (যাহা শুনার বিষয় নহে) রূপ দুই প্রকার পদার্থ বিদ্যমান; তাহার মধ্যে শ্রোতব্যই ব্রহ্ম। অন্য আর কিছু নহে—ইহাই বেদান্ত সিদ্ধান্ত।৭।

চিন্ত্যাচিন্ত্যপদার্থৌ দ্বৌ বিশ্রান্তিশ্রান্তিদায়কৌ।
চিন্ত্যং ব্রহ্ম পরং নান্যদিতি বেদান্তডিণ্ডিমঃ ॥ ৮ ॥

চিন্ত্য (যাহা চিন্তার বিষয়ীভূত) অচিন্ত্য (যাহা চিন্তার বিষয়ীভূত নহে) এইরূপ দুইটি পদার্থ আছে; তাহার মধ্যে বিশ্রাম ও শান্তিদায়ক, পরমব্রহ্মই চিন্তার বিষয়। অপর আর কেহ চিন্তার বিষয় নহে—ইহাই বেদান্ত সিদ্ধান্ত।৮।

ধ্যেয়াধ্যেয়ে পদার্থৌ দ্বৌ ধীসমাধ্যসমাধিদৌ।
ধ্যাতব্যং ব্রহ্ম নৈবান্যদিতি বেদান্তডিণ্ডিমঃ ॥ ৯ ॥

বুদ্ধির স্থিরতা ও অস্থিরতার সম্পাদক ধ্যেয় (ধ্যানের বিষয়) অধ্যেয় (ধ্যানের অবিষয়) এই দুইটী পদার্থের মধ্যে ব্রহ্মই ধ্যানের বিষয়। অন্য আর কেহ ধ্যানের বিষয় নহে।৯।

যোগিনো ভোগিনো বাপি ত্যাগিনো রাগিণোঽপি চ।
জ্ঞানান্মোক্ষো ন সন্দেহ ইতি বেদান্তডিণ্ডিমঃ॥ ১০॥

যোগী কিংবা ভোগাভিলাষী অথবা সন্ন্যাসী কিংবা সংসারী, ইহাদের জ্ঞান হইতেই মুক্তি হইয়া থাকে। (এ বিষয়ে কিছুই) সন্দেহ নাই।১০।

ন বর্ণাশ্রমসঙ্কেতৈর্ন কর্ম্মোপাসনাদিভিঃ।
ব্রহ্মজ্ঞানং বিনা মোক্ষ ইতি বেদান্তডিণ্ডিমঃ॥ ১১॥

ব্রহ্মজ্ঞান ভিন্ন বর্ণাশ্রমের দ্বারা কিংবা কর্ম্মোপাসনা (যাগযজ্ঞাদির) দ্বারা মুক্তি হইতে পারে না।১১।

অসত্যঃ সর্ব্বসংসারো রসাভাসাদিদূষিতঃ।
উপেক্ষ্যো ব্রহ্ম বিজ্ঞেয়মিতি বেদান্তডিণ্ডিমঃ॥ ১২॥

আপাত মধুর ও পশ্চাৎ তাপাদিরূপ দোষের দ্বারা দূষিত সংসারকে উপেক্ষা করিবে। এবং ব্রহ্মজ্ঞান বিষয়ে যত্ন করিবে।১২।

বৃথা ক্রিয়াং বৃথা লাপান্ বৃথা বাদান্মনোরথান্।
ত্যক্ত্বৈকং ব্রহ্ম বিজ্ঞেয়মিতি বেদান্তডিণ্ডিমঃ॥ ১৩॥

বৃথা কর্ম্ম, বৃথা আলাপ, বৃথা বাক্যব্যয়, এবং বৃথা অভিলাষকে পরিত্যাগ করিয়া (সেই) পরমব্রহ্মকে জানিবে।১৩।

স্থিতো ব্রহ্মাত্মনা জীবো ব্রহ্ম জীবাত্মনা স্থিতম্।
ইতি সংপশ্যতাং মুক্তিরিতি বেদান্তডিণ্ডিমঃ ॥ ১৪ ॥

জীব ব্রহ্মাত্মরূপে স্থিত, এবং ব্রহ্মও জীবাত্মরূপে স্থিত, এইরূপ যাঁহারা দেখিয়াছেন তাঁহারাই মুক্ত, ইহাই বেদান্তসিদ্ধান্ত।১৪।

জীবো ব্রহ্মাত্মনাজ্ঞেয়ো জ্ঞেয়ং জীবাত্মনা পরম্।
মুক্তিস্তদৈক্যবিজ্ঞানমিতি বেদান্তডিণ্ডিমঃ ॥ ১৫ ॥

যিনি ব্রহ্মাত্মরূপে জীবকে এবং জীবাত্মরূপে ব্রহ্মকে জানিয়া তাহার ঐক্য জানিতে পারেন তিনিই মুক্ত।১৫।

সর্ব্বাত্মনা পরং ব্রহ্ম শ্রোতুরাত্মতয়া স্থিতম্।
নায়াসস্তত্ত্ববিজ্ঞাপ্তাবিতি বেদান্তডিণ্ডিমঃ ॥ ১৬ ॥

সকলের আত্মরূপে স্থিত পরমব্রহ্ম শ্রোতার (যে শুনিবে তাহার) আত্মরূপে ব্যবস্থিত হন। (সে সময়) তত্ত্বজ্ঞান বিষয়ে অর্থাৎ ব্রহ্মবিজ্ঞানবিষয়ে আর প্রয়াস করিতে হয় না—ইহাই বেদান্তসিদ্ধান্ত।১৬।

ঐহিকঞ্চামুষ্মিকঞ্চ তাপান্তং কর্ম্মসঞ্চয়ম্।
ত্যক্ত্বা ব্রহ্মৈব বিজ্ঞেয়মিতি বেদান্তডিণ্ডিমঃ ॥ ১৭ ॥

পরিণাম সন্তাপজনক ঐহিক ও পারত্রিক কর্ম্মসমূহকে ত্যাগ করিয়া ব্রহ্মকেই জানিবে।১৭।

অদ্বৈতদ্বৈতবাদৌ দ্বৌ সূক্ষ্মস্থূলদশাঙ্গতৌ।
অদ্বৈতবাদান্মোক্ষঃ স্যাদিতি বেদান্তডিণ্ডিমঃ ॥ ১৮ ॥

স্থূল ও সূক্ষ্ম ভাবাপন্ন, দ্বৈত (দুইটী পদার্থ মৌলিক এবং সৃষ্টির কারণ) এবং অদ্বৈত (এক ব্রহ্মই জগতের কারণ ও মৌলিক) বাদীর মধ্যে অদ্বৈতবাদ হইতেই মুক্তি হইয়া থাকে, ইহাই বেদান্ত-সিদ্ধান্ত।১৮।

কর্ম্মিণো বিনিবর্ত্তন্তে নিবর্ত্তন্তে উপাসকাঃ।
জ্ঞানিনো ন নিবর্ত্তন্ত ইতি বেদান্তডিণ্ডিমঃ॥ ১৯॥

যাজ্ঞিক কর্ম্মিগণ এই সংসারে পুনর্ব্বার প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া থাকেন। উপাসকগণ পুনর্ব্বার সংসারে আসিতে পারেন; কিন্তু জ্ঞানিগণ আর এ সংসারে আসেন না, ইহাই বেদান্তসিদ্ধান্ত।১৯।

পরোক্ষাসৎফলং কর্ম্ম জ্ঞানং প্রত্যক্ষসৎফলম্।
জ্ঞানমেবমভ্যসেত্তস্মাদিতি বেদান্তডিণ্ডিমঃ॥ ২০॥

যাগযজ্ঞাদি কর্ম্ম সকল ইন্দ্রিয়ের অবিষয় ও অনিশ্চিত ফলদায়ক, জ্ঞান প্রত্যক্ষ ফলদায়ক, সুতরাং জ্ঞান যেরূপে হইতে পারে, তাহার অভ্যাস করিবে—ইহাই বেদান্তের মত।২০।

বৃথা শ্রমোহয়ং বিদুষাং বৃথায়ং কর্ম্মিণাং শ্রমঃ।
যদি ন ব্রহ্মবিজ্ঞানমিতি বেদান্তডিণ্ডিমঃ॥ ২১॥

যদি ব্রহ্মজ্ঞান না জন্মে তবে পণ্ডিতদিগের শাস্ত্র বিষয়ে পরিশ্রম করা বৃথা। কর্ম্মীদের যাগ যজ্ঞাদি বিষয়েও পরিশ্রম করা বৃথা।২১।

অলং যাগৈরলং যোগৈরলং ভুক্তৈরলং ধনৈঃ
শরস্মিন্ ব্রহ্মণি জ্ঞাত ইতি বেদান্তডিণ্ডিমঃ॥ ২২॥

পরমব্রহ্মকে জানিতে পারিলে যাগ করা নিষ্প্রয়োজন। যোগ করা নিষ্প্রয়োজন, ধন এবং ভোগের নিষ্প্রয়োজন।২২।

অলং বেদৈরলং শাস্ত্রৈরলং স্মৃতিপুরাণকৈঃ।
পরমাত্মনি বিজ্ঞাত ইতি বেদান্তডিণ্ডিমঃ॥ ২৩॥

পরমব্রহ্মকে জানিতে পারিলে বেদ, শাস্ত্র, (নীতিগ্রন্থ প্রভৃতি) স্মৃতি (মনু আদি ধর্ম্মগ্রন্থ) পুরাণাদির কিছুই প্রয়োজন করে না॥২৩॥

নর্চ্চা ন যজুষার্থোঽস্তি ন সাম্নার্থোঽস্তি কশ্চন।
জাতে ব্রহ্মাত্মবিজ্ঞান ইতি বেদান্তডিণ্ডিমঃ॥ ২৪॥

পরমব্রহ্মকে জানিতে পারিলে ঋক্, যজু, সামবেদের কিছুই প্রয়োজন হয় না॥২৪॥

কর্ম্মাণি চিত্তশুদ্ধ্যর্থমৈকাগ্র্যার্থমুপাসনা।
মোক্ষার্থং ব্রহ্মবিজ্ঞানমিতি বেদান্তডিণ্ডিমঃ॥ ২৫॥

সন্ধ্যাবন্দনাদি নিত্যকর্ম্ম সকল, চিত্তশুদ্ধির জন্য, ধ্যানাদি উপাসনা একাগ্রতার জন্য,এবং ব্রহ্মজ্ঞান মুক্তির জন্য; ইহাই বেদান্ত সিদ্ধান্ত।২৫।

সঞ্চিতাগামিকর্ম্মাণি দহ্যন্তে জ্ঞানবহ্নিনা।
প্রারব্ধানুভবান্মোক্ষ ইতি বেদান্তডিণ্ডিমঃ॥ ২৬॥

যিনি সঞ্চিত ও প্রারব্ধ কর্ম্মকে জ্ঞানরূপ অগ্নি দ্বারা দগ্ধ করিতে পারিয়াছেন, তাঁহার প্রারব্ধকর্ম্মভোগের পর মুক্তি হয়।২৬।

ন পুণ্যকর্ম্মণা বৃদ্ধির্ন হানিঃ পাপকর্ম্মণা।
নিত্যাসংজ্ঞাত্মনিষ্ঠানামিতি বেদান্তডিণ্ডিমঃ ॥ ২৭ ॥

নিত্য (বিনাশরহিত) সঙ্গাদিবর্জ্জিত আত্মবিষয়ক যাহার জ্ঞান হইয়াছে, তাহার পুণ্যকর্ম্ম দ্বারাও কিছু বৃদ্ধি হয় না এবং পাপকর্ম্মের দ্বারাও কিছু হ্রাস হইতে পারে না ইহাই বেদান্তসিদ্ধান্ত।২৭।

বুদ্ধিপূর্ব্বাবুদ্ধিপূর্ব্বকৃতানাং পাপকর্ম্মণাম্।
প্রায়শ্চিত্তমহোজ্ঞানমিতি বেদান্তডিণ্ডিমঃ ॥ ২৮ ॥

জ্ঞানপূর্ব্বকই হউক কিংবা অজ্ঞানপূর্ব্বকই হউক যাহারা পাপকর্ম্ম করিয়া থাকে, তাহাদের আবার প্রায়শ্চিত্ত? কি আশ্চর্য্য জ্ঞান!

ভাবার্থ—অজ্ঞানী পাপ করিলেই তাহার প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়; কিন্তু জ্ঞানী গুরুতর পাপ করিলেও তাহার প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয় না, যেমন প্রজ্বলিত হুতাশন কাষ্ঠ সমুদয় ভস্মাবশেষ করে, সেইরূপ জ্ঞানাগ্নি সমুদয় কর্ম্ম ভস্মীভূত করিয়া থাকে।

গীতায় ভগবান বলিয়াছেন—

"যথৈধাংসি সমিদ্ধোঽগ্নির্ভস্মসাৎ কুরুতেঽর্জ্জুন।
জ্ঞানাগ্নিঃ সর্ব্বকর্ম্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে তথা॥" ৪অঃ ৩৭ শ্লোকঃ।
ইহাই জ্ঞানের মহীয়সী মহিমা ॥২৮॥

দৃগ্ দৃশ্যৌ তৌ পদার্থৌ দ্বৌ পরস্পরবিলক্ষণৌ
দৃগ্ ব্রহ্ম দৃশ্যা মায়া স্যাদিতি বেদান্তডিণ্ডিমঃ ॥ ২৯ ॥

পরস্পর অত্যন্ত বিভিন্ন দৃক্ (দেখে যে) দৃশ্য (দেখে যাহাকে) রূপ পদার্থমধ্যে দৃক্ পরমব্রহ্ম, এবং দৃশ্য অখিলভূতজননী মায়া ইহাই সর্ব্ব বেদান্তশাস্ত্রে উদ্‌ঘোষিত আছে।২৯।

অবিদ্যোপাধিকো জীবো মায়োপাধিক ঈশ্বরঃ
মায়াবিদ্যাগুণাতীত ইতি বেদান্তডিণ্ডিমঃ ॥ ৩০ ॥

অবিদ্যা (অজ্ঞান) জড়িত চৈতন্যই জীব, এবং মায়াজড়িত চৈতন্যই ঈশ্বর। কিন্তু ব্রহ্ম,মায়া ও অবিদ্যারূপ গুণের অতীত। ৩০।

সাকারঞ্চ নিরাকারং নির্গুণঞ্চ গুণাত্মকম্।
তত্ত্বং তৎ পরমং ব্রহ্ম ইতি বেদান্তডিণ্ডিমঃ ॥ ৩১ ॥

সেই পরম ব্রহ্ম সাকার (জগতের কারণ রূপে) এবং নিরাকার (স্বরূপে) গুণাতীত, এবং ত্রিগুণাত্মক। ৩১। (ক)

দ্বিজত্বং বিধ্যনুষ্ঠানাদ্বিপ্রত্বং বেদপাঠতঃ।
ব্রাহ্মণ্যং ব্রহ্মবিজ্ঞানাদিতি বেদান্তডিণ্ডিমঃ ॥ ৩২ ॥

শ্রুতি ও স্মৃতিতে কথিত বিধির অনুষ্ঠান দ্বারা দ্বিজত্ব বেদ পাঠ দ্বারা বিপ্রত্ব, এবং ব্রহ্ম জ্ঞানের দ্বারা ব্রাহ্মণত্ব লাভ হইয়া থাকে ইহাই—বেদান্তসিদ্ধান্ত। ৩২।

সর্ব্বাত্মনা স্থিতং ব্রহ্ম সর্ব্বং ব্রহ্মাত্মনাস্থিতম্।
ন কার্য্যং কারণাদ্ভিন্নমিতি বেদান্তডিণ্ডিমঃ ॥ ৩৩ ॥

জগতের সকল বস্তুই অবলম্বন করিয়া ব্রহ্ম বিদ্যমান রহেন। এবং ব্রহ্মাকে অবলম্বন করিয়াই এই জগৎ বিদ্যমান আছে। যেহেতু কার্য্য কারণ হইতে বিভিন্ন নহে। ৩৩।

(ক) অনেকে হয়ত মনে করিতে পারেন এক ব্রহ্ম সাকার,নিরাকার, নির্গুণ ও গুণাত্মক হয় কিরূপে? তাহার উত্তরে আমরা বলি যে—ব্রহ্ম বাস্তবিক নির্গুণ হইলেও যেরূপ আকাশাদি নিরাকার হইলেও ঘটাদি অবচ্ছেদ ভেদে সাকার হয়, সেইরূপ ব্রহ্মও অন্তঃকরণাদি উপসর্গ ভেদে সাকার বা সগুণ হইয়া থাকেন। অতএব কোনও বিরোধ নাই।

সত্তাস্ফুরণসৌখ্যানি ভাসন্তে সর্ব্ববস্তুষু।
তস্মাদ্ব্রহ্মময়ং সর্ব্বমিতি বেদান্তডিণ্ডিমঃ ॥ ৩৪ ॥

এই জগতের সকল পদার্থেই ব্রহ্মের সত্তা (বিদ্যমানতা) দীপ্তি এবং আনন্দ উপলব্ধি হয়, অতএব এই জগৎই ব্রহ্মময় জানিবে। ৩৪।

অবস্থাত্রিতয়ং যস্য ক্রীড়াভূমিতয়া স্থিতম্।
তদেব ব্রহ্মজানীয়াদিতি বেদান্তডিণ্ডিমঃ ॥ ৩৫ ॥

যাহার বাল্য যৌবন ও বৃদ্ধরূপ অবস্থাত্রয় ক্রিয়াক্ষেত্ররূপে বর্ত্তমান, তাহাকেই পরম ব্রহ্ম রূপে জানিবে। ৩৫।

যন্নাদৌ যস্য নাস্ত্যন্তে তন্মধ্যে ভাতমপ্যসৎ।
অতো মিথ্যা জগৎ সর্ব্বমিতি বেদান্তডিণ্ডিমঃ ॥ ৩৬ ॥

এই জগৎ পূর্ব্বেও ছিল না এবং পরেও থাকিবে না। মধ্যে কিছুদিনের জন্য প্রকাশিত হইতেছে। অতএব এই জগৎ রজ্জুতে সর্প জ্ঞানের ন্যায় মিথ্যা—ইহাই বেদান্তসিদ্ধান্ত। ৩৬।

যদস্ত্যাদৌ যদস্ত্যন্তে যন্মধ্যে ভাতি তত্ত্বয়ম্।
ব্রহ্মৈবৈকমিদং সত্যমিতি বেদান্তডিণ্ডিমঃ ॥ ৩৭ ॥

যাহা পূর্ব্বেও ছিল, পরেও থাকিবে, মধ্যাবস্থায়ও যে নিজেই প্রকাশিত হইতেছে তাহাকেই একমাত্র ব্রহ্ম রূপে জানিবে। ৩৭।

পুরুষার্থত্রয়াবিষ্টাঃ পুরুষাঃ পশবো ধ্রুবম্।
মোক্ষার্থী পুরুষঃ শ্রেষ্ঠ ইতি বেদান্তডিণ্ডিমঃ ॥ ৩৮ ॥

যে পুরুষ মোক্ষাভিলাষী না হইয়া ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, রূপ পুরুষার্থ ত্রয়ের অভিলাষী হয় সে নিশ্চয়ই পশুতুল্য। যে পুরুষ মোক্ষাভিলাষী সেই শ্রেষ্ঠ। ৩৮।

ঘটকুড্যাদিকং সর্ব্বং মৃত্তিকামাত্রমেব চ।
তথা ব্রহ্ম জগৎ সর্ব্বমিতি বেদান্তডিণ্ডিমঃ ॥ ৩৯ ॥

যেরূপ ঘট, শরাব, প্রভৃতি বস্তু সকল মৃত্তিকা ভিন্ন আর কিছু নয়, (ঘট শরাব কেবল মৃত্তিকারই নামান্তর) সেইরূপ এই জগৎ ও ব্রহ্ম ভিন্ন আর কিছু নহে। জগৎ মাত্র নামান্তর আর কিছুই নহে—ইহাই বেদান্তসিদ্ধান্ত। ৩৯।

যন্নিহত্য ত্রয়ং হিত্বা দ্বয়ং ভিত্ত্বাখিলাতিগম্।
একং বুদ্ধ্যাশ্নুতে মোক্ষমিতি বেদান্তডিণ্ডিমঃ ॥ ৪০ ॥

নিকটস্থ ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিবরূপ মূর্ত্তিত্রয়কে ত্যাগ করিয়া জগতের উপরিস্থিত দ্বৈতভাব পরিত্যাগ পূর্ব্বক একমাত্র ব্রহ্মকে জানিতে পারিলেই মুক্তি হয়—ইহাই বেদান্তসিদ্ধান্ত। ৪০।

ভিত্ত্বা ষট্পঞ্চভিত্ত্বাথ ভিত্ত্বাথ চতুরস্ত্রিকম্।
দ্বয়ং হিত্বাশ্রয়েদেকমিতি বেদান্তডিণ্ডিমঃ ॥ ৪১ ॥

ষড়্ রিপু, পঞ্চভূত, চারিবেদ, তিন মূর্ত্তি ও দ্বৈতবাদকে ত্যাগ করিয়া যে ব্যক্তি, একমাত্র ব্রহ্মকে অবলম্বন করিতে পারিয়াছে সেই প্রকৃত মুক্তির অধিকারী—ইহাই বেদান্ত সিদ্ধান্ত। ৪১।

দেহো নাহমহং দেহী দেহসাক্ষীতি নিশ্চয়াৎ।
জন্মমৃত্যুপ্রহীণোঽসাবিতি বেদান্তডিণ্ডিমঃ ॥ ৪২ ॥

আমি এই নশ্বর শরীর নই, কিন্তু এই শরীরের দ্রষ্টা ও অশ্রিয় স্বরূপ। এই জ্ঞান হইতেই আত্মা জন্মমৃত্যুবিবর্জ্জিত ইহা জানা যায়। ৪২।

প্রাণো নাহমহং দেবঃ প্রাণসাক্ষীতি নিশ্চয়াৎ।
ক্ষুৎপিপাসোপশান্তিঃ স্যাদিতি বেদান্তডিণ্ডিমঃ॥ ৪৩॥

আমি প্রাণ নই কিন্তু প্রাণের দ্রষ্টৃস্বরূপ দেবতা। এই জ্ঞান হইতে ক্ষুধা ও পিপাসার শান্তি হয়। ৪৩।

মনো নাহমহং দেবো মনঃসাক্ষীতি নিশ্চয়াৎ।
শোকমোহাপহানিঃ স্যাদিতি বেদান্তডিণ্ডিমঃ॥ ৪৪॥

আমি মন নই, মনের দ্রষ্টৃস্বরূপ দেবতা। এই জ্ঞান হইতেই শোক ও মোহের নিবৃত্তি হইয়া থাকে—ইহাই বেদান্তসিদ্ধান্ত। ৪৪।

বুদ্ধির্নাহমহং দেবো বুদ্ধিসাক্ষীতি নিশ্চয়াৎ।
কর্ত্তৃভাবনিবৃত্তিঃ স্যাদিতি বেদান্তডিণ্ডিমঃ॥ ৪৫॥

আমি বুদ্ধি নই, বুদ্ধির দ্রষ্টা স্বরূপ দেবতা। এইরূপ জ্ঞান হইতে "আমিই সকল করিয়া থাকি" এরূপ ভাবের নিবৃত্তি হইয়া থাকে। ৪৫।

নাজ্ঞানং স্যামহং দেবো জ্ঞানসাক্ষীতি নিশ্চয়াৎ।
সর্ব্বানর্থনিবৃত্তিঃ স্যাদিতি বেদান্তডিণ্ডিমঃ॥ ৪৬॥

আমি অজ্ঞান নই কিন্তু জ্ঞানের সাক্ষিস্বরূপ দেবতা, এইরূপ জ্ঞান হইতেই সকল অনর্থের বিনাশ হইয়া থাকে। ৪৬।

অহং সাক্ষীতি যো বিদ্যাৎ বিবিচ্যৈবং পুনঃ পুনঃ।
স এব মুক্তোঽসৌ বিদ্বানিতি বেদান্তডিণ্ডিমঃ॥ ৪৭॥

যে জন পুনঃ পুনঃ বিবেচনা করিয়া আমি সাক্ষী এইরূপ জানিতে পারে, সেই প্রকৃত বিদ্বান্ এবং সেই প্রকৃত মুক্ত। ৪৭।

নাহং মায়া ন তৎকার্য্যং ন সাক্ষী পরমোঽস্ম্যহম্।
ইতি নিঃসংশয়জ্ঞানান্মুক্তির্বেদান্তডিণ্ডিমঃ॥ ৪৮॥

আমি মায়া নই, মায়ার কার্য্য নই, এবং সাক্ষীও নই, আমি পরম ব্রহ্ম। এইরূপ নিশ্চয় জ্ঞান হইতেই মোক্ষ হইয়া থাকে, ইহাই বেদান্তসিদ্ধান্ত। ৪৮।

নাহং সর্বমহং সর্বং মম সর্বমিতি স্ফুটম্।
জ্ঞাতে তত্ত্বে কুতো দুঃখমিতি বেদান্তডিণ্ডিমঃ॥ ৪৯॥

আমি কোন পদার্থই নই, অথচ আমিই সকল পদার্থ, কিন্তু সকল পদার্থ হইতেই নির্লিপ্ত, এইরূপ তত্ত্বজ্ঞান উপস্থিত হইলে তাহার আর দুঃখের সম্ভাবনা কোথায়? ৪৯।

দেহাদিপঞ্চকোশস্থা যা সত্তা প্রতিভাসতে।
সা ~~স~~আত্মা ন সন্দেহ ইতি বেদান্তডিণ্ডিমঃ॥ ৫০॥

দেহ প্রভৃতি কোশপঞ্চকে যে সত্তা দেখা যায়, সেই সত্তা যে প্রকৃত আত্মা ইহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। ৫০। (ক)

(ক) পঞ্চকোশ কি কি? (১) অন্নময়, (২) প্রাণময় (৩) মনোময়, (৪) বিজ্ঞানময়, (৫) আনন্দময়। এই পঞ্চ কোষের মধ্যে অন্নময় কোশই শরীর। কারণ শরীর অন্নের বিকারস্বরূপ।

দেহাদিপঞ্চকোশস্থা যা স্ফূর্ত্তিরনুভূয়তে।
সা স্ফূর্ত্তিরাত্মা নৈবান্যদিতি বেদান্তডিণ্ডিমঃ ॥ ৫১ ॥

দেহ প্রভৃতি কোশপঞ্চকে যে স্ফূর্ত্তির অনুভব হয়, সেই স্ফূর্ত্তিই আত্মা, অন্য আর কিছু নহে। ৫১।

দেহাদিপঞ্চকোশস্থা যা প্রীতিরনুভূয়তে।
সা প্রীতিরাত্মা কূটস্থ ইতি বেদান্তডিণ্ডিমঃ ॥ ৫২ ॥

দেহ প্রভৃতি কোশপঞ্চকে যে প্রীতির অনুভব হয়, সেই প্রীতিই কূটস্থ অর্থাৎ নির্লিপ্ত আত্মা, ইহাই বেদান্তসিদ্ধান্ত। ৫২।

ব্যোমাদিপঞ্চভূতস্থা যা সত্তা ভাসতে নৃণাম্।
সা সত্তা পরমং ব্রহ্ম ইতি বেদান্তডিণ্ডিমঃ ॥ ৫৩ ॥

আকাশাদি পঞ্চ মহাভূতের মিলন জন্য মনুষ্যের যে সত্তা দেখা যায়, সেই সত্তাই পরমব্রহ্ম। ৫৩।

ব্যোমাদিপঞ্চভূতস্থা যা চিদেকানুভূয়তে।
সা চিদেব পরং ব্রহ্ম ইতি বেদান্তডিণ্ডিমঃ ॥ ৫৪ ॥

আকাশাদি পঞ্চ মহাভূতের মিলন জন্য (মনুষ্যাদিশরীরে) যে চৈতন্য অনুভূত হয়, সেই চৈতন্যই পরম ব্রহ্ম। ৫৪।

ব্যোমাদিপঞ্চভূতস্থা যা প্রীতিরনুভূয়তে।
সা প্রীতিরেব ব্রহ্ম স্যাদিতি বেদান্তডিণ্ডিমঃ ॥ ৫৫ ॥

আকাশাদি পঞ্চ ভূতের মিলন জন্য যে আনন্দ অনুভূত হয়, সেই আনন্দই ব্রহ্ম, ইহাই বেদান্তসিদ্ধান্ত। ৫৫।

দেহাদিকোশগা সত্তা যা সা ব্যোমাদিভূতগা।
মানাভাবান্ন তদ্ভেদ ইতি বেদান্তডিণ্ডিমঃ ॥ ৫৬ ॥

দেহ প্রভৃতি পঞ্চকোশে যে সত্তা, আকাশাদি পঞ্চ মহাভূতেও সেই সত্তাই বিদ্যমান। (এই দুই সত্তার) ভেদ-বিষয়ে কোনই প্রমাণ নাই, ইহাই বেদান্তসিদ্ধান্ত। ৫৬।

সচ্চিদানন্দরূপত্বাদ্ ব্রহ্মৈবাত্মা ন সংশয়ঃ।
প্রমাণকোটিসদ্ভাবাদিতি বেদান্তডিণ্ডিমঃ ॥ ৫৭ ॥

ধ্বংসাদিরহিত চৈতন্যস্বরূপ আনন্দময় আত্মাই ব্রহ্ম। বহু প্রমাণের দ্বারা ইহা প্রমাণিত হইয়াছে, এ বিষয়ে সন্দেহ করিবার কিছুই নাই। ৫৭।

ন নামরূপে নিয়তে সর্ব্বত্র ব্যভিচারতঃ।
অনামরূপং সর্ব্বং স্যাদিতি বেদান্তডিণ্ডিমঃ ॥ ৫৮ ॥

সকল স্থলেই ব্যভিচারবশতঃ নাম এবং রূপ নিত্য নহে, (যেরূপ মৃত্তিকা ঘটরূপে খ্যাত হইয়া ভগ্নান্তে মৃত্তিকারূপে পরিণত হয়, ঘট নামটি মৃত্তিকার কিছু সময়ের নিমিত্ত, সুতরাং মিথ্যা, সেরূপ ঘটের রূপও মিথ্যা) সুতরাং সকল পদার্থই নাম-রূপ শূন্য, ইহাই বেদান্তসিদ্ধান্ত। ৫৮।

ন জীবব্রহ্মণোর্ভেদঃ স্ফূর্ত্তিরূপেণ বিদ্যতে।
স্ফূর্ত্তিরূপেণ মানং স্যাদিতি বেদান্তডিণ্ডিমঃ ॥ ৫৯ ॥

জীব ও ব্রহ্ম উভয়ই অভেদ ইহা প্রকাশরূপে অবস্থিত আছে। তদ্গত প্রকাশত্বই ইহার প্রমাণ। ৫৯।

ন জীবব্রহ্মণোর্ভেদঃ প্রিয়রূপেণ বিদ্যতে।
প্রিয়ভেদেন মানং স্যাদিতি বেদান্তডিণ্ডিমঃ ॥ ৬০ ॥

জীব ও ব্রহ্ম, উভয়ই প্রিয় (অর্থাৎ জীব মাত্রই এতদ্ উভয়কে জানিবার জন্য ব্যাকুল) অতএব তাহাদের কোন ভেদ নাই। তদ্-গত প্রিয়ত্বই ইহার প্রমাণ। সত্তা, প্রকাশ ও প্রিয় ইহাদের স্বরূপ ব্রহ্ম, এবং নাম ও রূপ জগতের স্বরূপ জানিবে। ৬০।

ন জীবব্রহ্মণোর্ভেদো নাম্না রূপেণ বিদ্যতে।
নাম্নো রূপস্য মিথ্যাত্বাদিতি বেদান্তডিণ্ডিমঃ ॥ ৬১ ॥

নাম ও রূপ দ্বারা জীব ও ব্রহ্মের ভেদ হইতে পারে না, যেহেতু নাম ও রূপ মিথ্যা। ৬১।

ন জীবব্রহ্মণোর্ভেদঃ পিণ্ডব্রহ্মাণ্ডভেদতঃ।
ব্যষ্টেঃ সমষ্টেরেকত্বাদিতি বেদান্তডিণ্ডিমঃ ॥ ৬২ ॥

লোষ্ট্রখণ্ড ও ব্রহ্মাণ্ডের ভেদ থাকিলেও ব্যষ্টি; (যথা বনস্থ বৃক্ষসকলের বৃক্ষরূপে ভেদ) ও সমষ্টির (যথা বনস্থ বৃক্ষসকল অনেক হইলেও বনরূপে এক) অভেদ বশতঃ জীব ও ব্রহ্মের ভেদ নাই। ৬২।

ব্রহ্ম সত্যং জগন্মিথ্যা জীবব্রহ্মৈব নাপরঃ।
জীবন্মুক্তস্তু তদ্বিদ্বানিতি বেদান্তডিণ্ডিমঃ ॥ ৬৩ ॥

ব্রহ্মই সত্য, এই জগৎ স্বপ্নের ন্যায় মিথ্যা, জীব ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন নহে, এই প্রকার যাহার জ্ঞান হইয়াছে, সেই প্রকৃত জীবন্মুক্ত, ইহাই বেদান্তসিদ্ধান্ত। ৬৩।

অনামরূপং সকলং সন্ময়ং চিন্ময়ং পরম্।
কুতো ভেদঃ কুতো বন্ধ ইতি বেদান্তডিণ্ডিমঃ॥ ৬৪॥

সকল পদার্থই নামরূপাদি-শূন্য, চৈতন্যময়, নিত্য পরম ব্রহ্ম স্বরূপ। সুতরাং তাহার ভেদই বা কোথায়? বন্ধই বা কোথায়? ৬৪।

ন তত্ত্বাৎ কথ্যতে লোকো নামাদ্যৈর্ব্যভিচারতঃ।
বটুঃ কুলট ইত্যাদ্যৈরিতি বেদান্তডিণ্ডিমঃ॥ ৬৫॥

নাম রূপাদির ব্যভিচার থাকায় মনুষ্যদিগকে বটু কুলট (অর্থাৎ রাম শ্যাম প্রভৃতি) নামের দ্বারায় প্রকৃত পক্ষে আহ্বান করা যাইতে পারে না। (ক) ৬৫

নামরূপাত্মকং বিশ্বমিন্দ্রজালং বিদুর্বুধাঃ।
অনামত্বাদযুক্তত্বাদিতি বেদান্তডিণ্ডিমঃ॥ ৬৬॥

বস্তুতঃ নাম ও রূপের অভাব হেতু তদ্রূপে ব্যবহার অযুক্ত হইলেও নামরূপাত্মক রূপে ব্যবহার দৃষ্ট হয় বলিয়া জ্ঞানিগণ এই জগৎকে ইন্দ্রজাল বলিয়া থাকেন। ৬৬।

অভেদদর্শনং মোক্ষঃ সংসারো ভেদদর্শনঃ।
সর্ব্ববেদান্তসিদ্ধান্ত ইতি বেদান্তডিণ্ডিমঃ॥ ৬৭॥

(ক) নাম ও রূপ যে ব্যভিচরিত (অর্থাৎ সর্ব্বত্র সমান ভাবে নামরূপ নাই) ইহা পূর্ব্বে বহুবার বলা হইয়াছে। এখন দেখ, নাম ও রূপ যদি ব্যভিচরিত হয়, তাহা হইলেই অপ্রমাণ বলিতে হইবে। কাজেই রাম ও শ্যাম প্রভৃতি নাম ভ্রান্তিমূলক ভিন্ন আর কিছুই নহে॥

জীব ও আত্মার অভেদজ্ঞানই মোক্ষ, এবং ভেদজ্ঞানই সংসারের কারণ। ইহাই সর্ব্ববেদান্তসিদ্ধান্ত। ৬৭।

ন মত্যাভিনিবেশিত্বান্ন ভাষাবেশমাত্রতঃ।
মুক্তির্বিনাত্মবিজ্ঞানাদিতি বেদান্তডিণ্ডিমঃ॥ ৬৮॥

মননবিষয়ীভূত আত্মাতে অভিনিবেশ থাকিলে বা (আত্মবিষয়ক) শব্দজ্ঞান মাত্র থাকিলে মুক্তি হয় না। কেন না আত্মজ্ঞান ভিন্ন মুক্তি হইতে পারে না। (ইহার তাৎপর্য্য এই যে, শ্রবণ ও মনন আত্মজ্ঞানের প্রতি কারণ হইলেও একমাত্র আত্মজ্ঞানই মুক্তির প্রতি সাক্ষাৎ কারণ) ইহাই বেদান্তসিদ্ধান্ত। ৬৮।

ন কাম্যপ্রতিসিদ্ধাভিঃ ক্রিয়াভির্মোক্ষবাসনা।
ঈশ্বরানুগ্রহাৎ স স্যাদিতি বেদান্তডিণ্ডিমঃ॥ ৬৯॥

সকাম ও নিষ্কাম কর্ম্ম দ্বারা মোক্ষের বাসনা হয় না, কিন্তু তাহা ঈশ্বরানুগ্রহে হইয়া থাকে। ৬৯।

অবিজ্ঞাতে জন্ম নষ্টং বিজ্ঞাতে জন্ম সার্থকম্।
জ্ঞাতুরাত্মা ন দূরে স্যাদিতি বেদান্তডিণ্ডিমঃ॥ ৭০॥

আত্মাকে জানিতে না পারিলে জন্মই বৃথা, জানিতে পারিলে জন্ম সার্থক হয়, কেন না আত্মা আত্মজ্ঞ ব্যক্তি হইতে দূরে অবস্থান করেন না, ইহাই বেদান্তসিদ্ধান্ত। ৭০।

দশমস্য পরিজ্ঞানে নায়াসোঽস্তি যথা তথা।
স্বস্য ব্রহ্মাত্মবিজ্ঞান ইতি বেদান্তডিণ্ডিমঃ॥ ৭১॥

(একত্র দশ জনের অবস্থিতি নির্ণয় করিতে যাইয়া যদি নির্ণেতা

নিজকে ত্যাগ করিয়া গণনাতে দশম ব্যক্তির অভাব অনুভব করতঃ নিতান্ত বিব্রত হন এবং তখন যদি কেহ তাহাকে "দশমস্ত্বমসি" অর্থাৎ 'তুমিই দশম' এই কথা বলিয়া দেন, তবে তাহার দশমের পরিজ্ঞানে যেরূপ আয়াস থাকে না সেইরূপ (উপদিষ্ট হইলে) নিজের ও ব্রহ্মের অভেদজ্ঞানে আয়াস থাকে না, ইহাই বেদান্ত সিদ্ধান্ত। ৭১।

উপেক্ষ্যৌপাধিকান্দোষান্ গৃহ্যন্তে বিষয়া যথা।
উপেক্ষ্য দৃশ্যং যদ্ব্রহ্ম ইতি বেদান্তডিণ্ডিমঃ ॥ ৭২ ॥

রক্ত জবাকুসুম সন্নিহিত স্ফটিক যেরূপ রক্ত বর্ণ রূপে প্রতিভাত হয় এবং ঐ জবা কুসুমটী স্থলান্তরিত হইলে যেমন স্ফটিকের ঔপাধিক (আগন্তুক) রক্ততা দোষ তিরোহিত ও স্ফটিক শুভ্র বলিয়া গৃহীত হয়, সেইরূপ দৃশ্য ঘট পটাদি উপেক্ষিত হইলে ব্রহ্মের স্বরূপ বিকাশ পায়—ইহাই বেদান্তনির্ঘোষ *। ৭২।

সুখমল্পং বহুক্লেশো বিষয়গ্রাহিণাং নৃণাম্।
অনন্তং ব্রহ্মনিষ্ঠানামিতি বেদান্তডিণ্ডিমঃ ॥ ৭৩ ॥

যাঁহারা বিষয়গ্রহণে ব্যস্ত তাঁহাদের সুখ অতি অল্পই হইয়া থাকে, দুঃখই তাহাদিগকে অধিক ভোগ করিতে হয়, কিন্তু যাঁহারা ব্রহ্মনিষ্ঠ তাঁহাদের অনন্ত সুখভোগ হয়। ৭৩।

ধনৈর্বা ধনদৈঃ পুত্রৈর্দারাগারসহোদরৈঃ।
ধ্রুবং প্রাণহরৈর্দুঃখমিতি বেদান্তডিণ্ডিমঃ ॥ ৭৪ ॥

ধনসম্পত্তি, অর্থোপার্জ্জক পুত্র, স্ত্রী, সহোদর, গৃহ প্রভৃতি

* এই গ্রন্থস্থ প্রত্যেক শ্লোকের অন্তেই এইরূপ জ্ঞাতব্য।

সমস্তই প্রাণহন্তা অর্থাৎ আত্মার অপকর্ষসাধক। ইহারা নিশ্চয়ই দুঃখের কারণ। ৭৪।

সুপ্তোত্থায় সুপ্ত্যাং তং ব্রহ্মৈকং প্রবিচিন্ত্যতাম্।
নাতিদূরে নৃণাং মৃত্যুরিতি বেদান্তডিণ্ডিমঃ ॥ ৭৫ ॥

সুষুপ্তিভঙ্গের পর সুষুপ্তিকালে বর্ত্তমান * অদ্বৈত ব্রহ্মকে চিন্তা কর (অর্থাৎ অন্য চিন্তা পরিত্যাগ করিয়া সর্ব্বদাই ব্রহ্ম-চিন্তায় নিবিষ্ট থাকিবে) কারণ মানবের মৃত্যু সন্নিকট। ৭৫।

পঞ্চানামপি কোশানাং মায়ানর্থব্যয়োচিতা।
তৎ সাক্ষি ব্রহ্মবিজ্ঞানমিতি বেদান্তডিণ্ডিমঃ ॥ ৭৬ ॥

যাবতীয় অনর্থ-হেতুভূতা মায়া শরীরাদি পঞ্চকোষের মূল, এবং ব্রহ্মজ্ঞান তাহার সাক্ষিস্থানীয়। ৭৬।

দশমত্বপরিজ্ঞানে নবজ্ঞস্য যথা সুখম্।
তথা জীবস্য সংপ্রাপ্তিরিতি বেদান্তডিণ্ডিমঃ ॥ ৭৭ ॥

যিনি দশজনকে জানিতে ইচ্ছা করিয়া ভ্রমবশতঃ প্রতিবারেই নিজকে পরিত্যাগকরতঃ অকৃতকার্য্য হইতেছেন, তাঁহার ভ্রম অপসারিত হইলে যাদৃশ সুখানুভব হয়, জীবব্রহ্মের ঐক্যজ্ঞান হইলেও সেইরূপ আনন্দ হইয়া থাকে। ৭৭।

নবভ্যোঽস্তি পরং প্রত্যঙ্ নব বেদ পরং পরম্।
তদ্বিজ্ঞানাদ্ভবেত্তুর্য্যা মুক্তিবেদান্তডিণ্ডিমঃ ॥ ৭৮ ॥

* ভগবান্ কপিল বলিয়াছেন—'সমাধিসুষুপ্তিমোক্ষেষু ব্রহ্মরূপতা' অর্থাৎ সমাধি, সুষুপ্তি (নিঃস্বপ্ন নিদ্রা) ও মোক্ষাবস্থায় জীব ব্রহ্মরূপে অবস্থিতি করে।

নবজ্ঞান হইতে প্রত্যেক ব্রহ্মজ্ঞান ভিন্ন, অতএব নবসংজ্ঞাত্মক জ্ঞান হইতে ভিন্ন ব্রহ্মকে জানিলেই (জাগ্রত্ স্বপ্ন ও সুষুপ্তির অতিরিক্ত) চতুর্থ স্থানীয় মুক্তি লাভ করা যায়। ৭৮।

নবাভাসা নবজ্ঞত্বান্নবোপাধীন্নবাত্মনা।
মিথ্যা জ্ঞাত্বাবশিষ্টে তু মৌনং বেদান্তডিণ্ডিমঃ ॥ ৭৯ ॥

কেবল শব্দজ্ঞান হইতে মুক্তি হয় না এবং শরীরাদি উপাধি-জ্ঞান হইতেও মুক্তি হয় না, অতএব এই সকল অনাত্ম বস্তু হইতে ভিন্ন ব্রহ্মবিষয়ক নিদিধ্যাস করিবে। ৭৯।

পরমে ব্রহ্মণি স্বস্মিন্ প্রবিলাপ্যাখিলং জগৎ।
গায়ন্নদ্বৈতমাত্মানমাস্তে বেদান্তডিণ্ডিমঃ ॥ ৮০ ॥

যখন আত্মস্বরূপ পরমব্রহ্মে সমস্ত জগৎ লয় প্রাপ্ত হয়, তখন যোগী অদ্বৈত আত্মবস্তু অনায়াসেই জানিতে পারেন। ৮০।

প্রতিলোমানুলোমাভ্যাং বিশ্বারোপাপবাদয়োঃ।
চিন্তনে শিষ্যতে তত্ত্বমিতি বেদান্তডিণ্ডিমঃ ॥ ৮১ ॥

অনুলোমক্রমে সৃষ্টি ও বিলোমক্রমে বিনাশ হইয়া থাকে, অর্থাৎ সৃষ্টিক্রমের বিপরীতক্রমে প্রলয় হয়। এই উভয়রূপে সৃষ্টি ও প্রলয়ের চিন্তা করিয়া দেখিলে সেই পরমব্রহ্ম আত্মবস্তু ভিন্ন কোন তত্ত্বই অবশিষ্ট থাকে না। ৮১।

নামরূপাভিমানঃ স্যাৎ সংসারঃ সর্ব্বদেহিনাম্।
সচ্চিদানন্দদৃষ্টিঃ স্যাদিতি বেদান্তডিণ্ডিমঃ ॥ ৮২ ॥

সকল প্রাণীর নাম ও রূপেতে যে অভিমান, (আত্মবুদ্ধি)

তাহারই নাম সংসার, এবং সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মজ্ঞানই মুক্তির কারণ। ৮২।

সচ্চিদানন্দসত্যত্বে মিথ্যাত্বে নামরূপয়োঃ।
বিজ্ঞাতে কিমিদং জ্ঞেয়মিতি বেদান্তডিণ্ডিমঃ ॥ ৮৩ ॥

সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মই সত্য, নামরূপাত্মক জগৎ মিথ্যা, এইরূপ জ্ঞান হইলে তাঁহার কিছুই অজ্ঞেয় থাকে না। (অর্থাৎ সে স্বয়ংই সকল জ্ঞানস্বরূপ হয়)। ৮৩।

সালম্বনং নিরালম্বং সর্ব্বালম্বাবলম্বিতম্।
আলম্বেনাখিলালম্বমিতি বেদান্তডিণ্ডিমঃ ॥ ৮৪ ॥

স্বাশ্রয় ও নিরাশ্রয় সকল পদার্থেরই আশ্রয়স্বরূপ ব্রহ্ম জানিবে। (কেহ কেহ আকাশাদি পদার্থকে নিরাশ্রয় বলেন, বস্তুতঃ নিরাশ্রয় কিছুই নহে, সকলই ব্রহ্মকে আশ্রয় করিয়া আছে)। ৮৪।

ন কুর্য্যান্ন বিজানীয়াৎ সর্ব্বং ব্রহ্মেত্যনুস্মরন্।
যথা সুখং তথা তিষ্ঠেদিতি বেদান্তডিণ্ডিমঃ ॥ ৮৫ ॥

সর্ব্বাত্মক জ্ঞান হইলে অর্থাৎ ব্রহ্ম ভিন্ন জগতে কিছুই নাই— এইরূপ যাবতীয় পদার্থে ব্রহ্মজ্ঞান হইলে, তাঁহার জানিবার ও করিবার কিছুই অবশিষ্ট থাকে না, অতএব তখন যোগী পরম সুখলাভ করিয়া থাকেন। ৮৫।

স্বকর্ম্মপাশবশগঃ প্রাজ্ঞোঽজ্ঞো বা জনো ধ্রুবম্।
প্রাজ্ঞঃ সুখং নয়েৎ কালমিতি বেদান্তডিণ্ডিমঃ ॥ ৮৬ ॥

কি পণ্ডিত, কি মূর্খ, সকল জীবই স্বীয় শুভাশুভ কর্ম্মানুসারে

সুখ ও দুঃখ ভোগ করিয়া থাকে, তন্মধ্যে যিনি ব্রহ্মজ্ঞানের আভাস পাইয়াছেন, তিনি সর্ব্বদাই সুখে কালযাপন করেন। ৮৬।

ন বিদ্বাংসং তপেচ্চিত্তং করণাকরণো ধ্রুবম্।
সর্ব্বমাত্মেতি বিজ্ঞানাদিতি বেদান্তডিণ্ডিমঃ ॥ ৮৭ ॥

বিদ্বান্ ব্যক্তি সুখ দুঃখ কার্য্যাকার্য্য কিছুতেই অভিভূত হন্ না। কারণ তিনি জানেন, সকলই আত্মা হইতে অভিন্ন। ৮৭।

নৈবাভাসং স্পৃশেৎ কর্ম্ম মিথ্যোপাধিমপি স্বয়ম্।
কুতোহধিষ্ঠানসত্যাচ্ছমিতি বেদান্তডিণ্ডিমঃ ॥ ৮৮ ॥

জ্ঞানের আভাস কিম্বা মিথ্যাজ্ঞান কিছুই কর্ম্ম হইতে হয় না, অতএব নির্ম্মল সর্ব্বাধিষ্ঠান ব্রহ্মজ্ঞানে কর্ম্মের উপযোগমাত্রও নাই,—ইহাই বেদান্ত সম্মত। ৮৮।

অহোঽস্মাকমলং মোহৈরাত্মা ব্রহ্মেতি নির্ভয়ম্।
শ্রুতিভেরীরবোঽদ্যাপি শ্রূয়তে শ্রুতিরঞ্জনঃ ॥ ৮৯ ॥

হায়! আমাদের মোহের প্রয়োজন কি? কত দিনে মোহ দূরীভূত হইবে? "আত্মাই ব্রহ্ম" এইরূপ শ্রবণসুখকর আপ্তবাক্যরূপ ডিণ্ডিমনির্ঘোষ আজও শ্রুতিগোচর হইতেছে।৮৯।

বেদান্তভেরীঝংকারঃ প্রতিবাদিভয়ঙ্করঃ।
শ্রূয়তাং ব্রাহ্মণৈঃ শ্রীমদ্দক্ষিণামূর্ত্ত্যনুগ্রহাৎ ॥ ৯০ ॥

ইতি শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য-কৃতবেদান্তডিণ্ডিমঃ পরিসমাপ্তঃ।

॥ শিবম্ ॥ ওঁ তৎসৎ। ওঁ তৎসৎ ॥ ওঁ তৎসৎ ॥

প্রতিবাদিগণের ভয়োৎপাদক বেদান্তরূপ ভেরীরব সেই দক্ষিণামূর্ত্তি তেজের অনুগ্রহে আজও ব্রাহ্মণগণ (ব্রহ্মজ্ঞ) শুনিতে পাইতেছেন। ৯০।

সমাপ্ত।

শুদ্ধিপত্র।

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	পৃষ্ঠে	পংক্তি
সন্নিহত্যা	যৎ নিহন্ত্রী	১১	১০
বুদ্ধ্যা	বুদ্ধা	১১	১১
ইহাই জ্ঞানের মহীয়সী মহিমা	ইহাই জ্ঞানের মহিমা	৮	১৮
তাহাদের আবার প্রায়শ্চিত্ত কি ? আশ্চর্য্য জ্ঞান !	তাহাদের আত্মজ্ঞানই প্রায়শ্চিত্ত।	৮	৯—১০

৪০ শ্লোকের অনুবাদ এইরূপ হইবে যথা :—মানব ষড়রিপু বিনাশকরণান্তর লৌকিক ধর্ম্ম, অর্থকাম পরিত্যাগপূর্ব্বক দ্বৈত ভাব বর্জ্জনক্রমে একমাত্র সর্ব্বব্যাপি ব্রহ্মকে জানিতে পারিয়া মোক্ষ লাভ করিবে।

1913